দৈনিক খবর

তারিখ ... 23 JUL 1990 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 4 ...

102

শিক্ষার মান উন্নয়ন ও পরীক্ষা দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে

উপজেলা পর্যায়ে অধিক সংখ্যক শিক্ষককে সৎ ও নিষ্ঠাবান হতে হবে'

॥ শাহীন চৌধুরী ॥

প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদের নেতৃত্বে এবারের এইচএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে এবং ঢাকা বোর্ডের মান অক্ষুণ্ণ থাকবে-এ আশাবাদ ব্যক্ত করে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক মোঃ ইউনুস আলী দেওয়ান বলেন, শিক্ষামন্ত্রী ঢাকার পার্শ্ববর্তী উপজেলাগুলোর অনেক কেন্দ্র গত এসএসসি পরীক্ষার সময় পরিদর্শন করেছেন, মফস্বলের অনেক কেন্দ্র তিনি স্বচক্ষে দেখে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সুচারুভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করেছে। এবারের এসএসসি পরীক্ষার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হবে না এবং নকল প্রতিরোধের সব ব্যবস্থা গ্রহণে ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ তীক্ষ্ন নজর রেখেছে।

তিনি বলেন, উপজেলা পর্যায়ের বেশীর ভাগ কেন্দ্রে নকল হয়- একথা মিথ্যা নয়, তবে আমরা কঠোর হস্তক্ষেপে তা বন্ধ করার জন্য প্রশাসন, শিক্ষক-ছাত্র এবং জনতা-কর্মচারী সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কারণ কারো একক প্রচেষ্টায় এসব জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়ে ওঠে না।

চলতি এসএসসি পরীক্ষা কেমন হচ্ছে জানতে চাইলে পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক মোঃ ইউনুস আলী দেওয়ান জানান, নকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ সব জেলা প্রশাসককে চিঠি দিয়েছেন এবং তিনি স্বয়ং পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন। সেই সঙ্গে বোর্ডের চেয়ারম্যান, জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে ও পুলিশী প্রশাসন সার্বক্ষণিক পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে রত আছেন। অসদুপায় অবলম্বন দেখা গেলেই বহিস্কার করা হচ্ছে। তাতে এ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ অবস্থাতেই জেলা-উপজেলাসহ রাজধানীর কেন্দ্রসমূহে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

তিনি জানান, এ পর্যন্ত এইচএসসি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ১ হাজার ৫শ' ছাত্র-ছাত্রীকে বহিস্কার করা হয়েছে। তবে এসব বেশীর ভাগই উপজেলা পর্যায়ের। শহরে নকলের প্রবণতা নেই বললেই চলে। যা হচ্ছে তা উপজেলা কেন্দ্রগুলোতেই।

তিনি জানান, কড়া দৃষ্টির জন্যেই গত এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে প্রায় ৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে অসদুপায়ের দায়ে বহিস্কার করা হয় এবং কোথাও আইন-শৃংখলার [illegible] ঘটেনি।

মোঃ দেওয়ান জানান, ঢাকা বোর্ড দেশের সবচেয়ে পুরনো ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা বোর্ড। ১৯২১ সালে এর জন্ম। শুরু থেকেই এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরলস প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানের একটি অখন্ড উন্নত ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে। আমরা এর উন্নত শির সুউচ্চে রেখে গর্ব করতে চাই।

তিনি জানান, রেজিস্ট্রেশন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও ফল প্রকাশ খুবই বিচক্ষণতার সাথে কর্তৃপক্ষ করে আসছে। একই সাথে প্রশ্নপত্র পরীক্ষণ ও প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ ব্যাপারেও তীক্ষ্ন দৃষ্টি রয়েছে। তবে সবই ত্রুটিমুক্ত হতে পারে যদি সবাই সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি বলেন, সরষেতে ভূত থাকলে সরষে দিয়ে ভূত তাড়ানো সম্ভব নয়। তাই সবাইকে সেই দৃষ্টি নিয়ে কাজ করতে হবে। এ ব্যাপারে উপজেলা কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ পরীক্ষক ও শিক্ষকদের আহবান জানিয়ে বলেন, শিক্ষারমান উন্নয়ন ও পরীক্ষা দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে উপজেলা পর্যায়ের অধিকসংখ্যক শিক্ষকের সৎ ও নিষ্ঠাবান হতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি ঢাকা শহর কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের দায়িত্ব পালনের প্রশংসা করেন।

তিনি নিজেকে বোর্ডের একজন কর্মকর্তা হিসেবে নয়, সর্বোপরি একজন শিক্ষক হিসেবে সুষ্ঠু পরীক্ষা পরিচালনা তথা মান উন্নয়ন ও দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গ করে যে কোন ঝুঁকি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত আছেন বলে জানান।